তারিখ ২৪ JAN 2016

দৈনিক
ইত্তেফাক

উপবৃত্তি : যেখানে ১৮ মাসেও পূর্ণ হয় না বৎসর

দেশের ২৮২টি উপজেলার ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণি অবধি লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা বকেয়া পড়িয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের জিওবি—এই তিনটি খাতের অর্থায়ন হইতে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে বকেয়া পড়া ২৮২টি উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি জিওবি খাতভুক্ত। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্যমতে, ওই ২৮২ উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপবৃত্তি ২০১৪ সালের জুলাই হইতে বন্ধ রহিয়াছে। বন্ধ থাকিবার কারণ হিসাবে জানা যায়, ডাচ-বাংলা ব্যাংকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজ নামে কিংবা অভিভাবকের নামে মোবাইল ব্যাংক হিসাব খুলিয়া টাকা দেওয়ার নিয়ম চালু করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের হিসাবখুলিতে কিছু জটিলতার সৃষ্টির কারণে ১৮ মাস ধরিয়া উপবৃত্তি বকেয়া পড়িয়াছে ওই সকল উপজেলায়।

উপবৃত্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, একটি শিক্ষিত নূতন প্রজন্ম গড়িয়া তোলা এবং অর্থাভাবে কোনোভাবেই যেন শিক্ষার আলো হইতে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে না হয়। অভাবের বিপরীতে উপবৃত্তির অর্থ জাদুর মতো কাজ করে। উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ যাহাই হউক, তাহা উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাহার পরিবারকে পড়ালেখা চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে নিরন্তর উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করে। উপবৃত্তির কারণেই দরিদ্র অভিভাবকগণ তাহার সন্তানকে আরো বেশি পড়াতেই উদ্বুদ্ধ হন, পড়ালেখা না করিয়া শিশুশ্রমের মাধ্যমে তাহাদের সন্তান যেটুকু অর্থের সংস্থান করিত, তাহাতে তাহাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ওইখানেই থমকাইকা দাঁড়াইত। কেবল তাহাই নহে, দরিদ্র পরিবারে উপবৃত্তির টাকার উপর এক ধরনের নির্ভরতাও তৈরি হয়। সুতরাং ১৮ মাস ধরিয়া যদি উপবৃত্তির টাকা বকেয়া পড়িয়া থাকে, তবে ওই নির্ভরতায় হোঁচট লাগে বটে। জানা যায়, ১৮ মাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বকেয়া পাওনা দাঁড়াইয়াছে—ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ১ হাজার ৮০০ টাকা, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ২ হাজার ১৪০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর ২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ২০১৫ সালে এসএসসি উত্তীর্ণদের প্রত্যেকের ৩ হাজার ৯০০ টাকা করিয়া। এমনও খবর প্রকাশিত হইয়াছে যে, এসএসসি পাস করিবার পরও উপবৃত্তির এই টাকার অভাবে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হইতে পারে নাই কোনো কোনো শিক্ষার্থী। এই অসহায়ত্বে তাহাদের কেহ কেহ পড়ালেখার ইতি টানিয়া গার্মেন্টসে কাজ জুটাইয়া লইয়াছে।

বলিবার অপেক্ষা রাখে না, ১৮ মাস ধরিয়া নিছক ব্যাংক হিসাব খোলার জটিলতার কারণে উপবৃত্তি বকেয়া পড়িয়া থাকাটা এক ধরনের বিপজ্জনক অবহেলা। কারণ, বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংক হিসাব খুলিবার ভিতরে জটিলতা নাই বলিলেই চলে। যে কারণে মোবাইল ব্যাংকিং অত্যন্ত দ্রুতহারে বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। মোবাইল ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া প্রশ্ন নাই। ইহাতে উপবৃত্তি আরো সহজ ও ন্যূনতম ঝামেলামুক্ত হইবে নিঃসন্দেহে। প্রতিবেদনে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের হিসাব খোলার প্রক্রিয়া চলিতেছে। আশা করা যাইতেছে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই উপবৃত্তি প্রদান শুরু করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু যে 'অসামান্য' কারণে ১৮ মাস ধরিয়া মোবাইল ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভবপর হইল না—তাহার দিকে ভবিষ্যতে নজর রাখিতে হইবে। প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থাও চালু থাকা বাঞ্ছনীয়।